দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 APR 1997 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 2 ...

০৪

শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট ফাণ্ড

ঘাটতি পূরণে সরকারী ফাণ্ড থেকে ৩০ কোটি টাকা ভর্তুকি দাবী

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ আবদুস সালাম, মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক শাহ, সহ-সভাপতি জনাব নাসির আহমদ ও সহ-সভানেত্রী মিসেস মবিনা খাতুন এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতা গতকাল এক বিবৃতিতে শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট ফাণ্ড পুনরায় চালু করায় সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বিগত প্রায় সাত বছরে শিক্ষকদের বেতন থেকে চাঁদা কর্তন স্থগিত

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট ফাণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকায় উক্ত ফাণ্ডে যে অর্থ ঘাটতি হয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি টাকা। নেতৃবৃন্দ উক্ত টাকার ঘাটতি পূরণে সরকারের কাছে ৩০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদানের দাবী জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ সমিতির মহাসচিবকে কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টী বোর্ডের সদস্য মনোনীত করার আহবান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) সভাপতি অধ্যক্ষ এ. কে. এম. জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মুনসুরুর রহমান, অধ্যাপক দিদারুল ইসলাম, অধ্যক্ষা মারেফা খাতুন, অধ্যক্ষ সিরাজ আনোয়ার হায়দার ও অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যাপক সাইদুর রহমান প্রমুখ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করার লক্ষ্যে সরকারী আদেশ জারী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

বিবৃতিতে বাকশিস নেতৃবৃন্দ বলেন, ট্রাস্টের কার্যক্রম স্থগিতকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেছেন, অনেকে অবসর নিয়েছেন। যেসব ভাগ্যহত শিক্ষক পরিবার ও শিক্ষকদের কিভাবে কত দ্রুত সহায়তা দেয়া যায় এবং শিক্ষক প্রতিনিধিদের পরামর্শক্রমে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়– মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল শিক্ষক সংগঠনকে সে লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, নানা অজুহাতে ইতোমধ্যেই ৭টি অমূল্য বছর হারিয়ে গেছে; অনাকাংক্ষিত কোন বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে বা অনুকূল পরিবেশ বিঘ্নিত করে আমরা কেউ যেন শিক্ষকদের কল্যাণধর্মী বিপুল সম্ভাবনাময় এই প্রতিষ্ঠানটিকে আবার বিপন্ন করে না তুলি এবং চিরবঞ্চিত বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য কোনরূপ ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়াই।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ, মহাসবি মোহাম্মদ সেলিম ভুঁইয়া ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতা দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর পর শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট ফান্ড পুনরায় চালু করায় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ট্রাস্টের কমিটি পুনর্গঠন ও নীতিমালা সম্পূর্ণ হয়নি– এই অজুহাত তুলে মহলবিশেষ আবার ট্রাস্ট চালু করার বিরোধিতা করায় নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, সারাদেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারী যখন অধীর আগ্রহে ট্রাস্ট চালু করার জন্য দীর্ঘদিন প্রতীক্ষায় আছেন তখন এই বিরোধিতা অবশ্যই অবাঞ্ছনীয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৭ বৎসরে অসংখ্য শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেছেন, মারা গেছেন এবং পঙ্গু হয়েছেন। ট্রাস্ট স্থগিত থাকার কারণে তাঁরা সকল সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই এই মুহূর্তে ট্রাস্ট চালু হওয়াটাই বড় কথা। নেতৃত্বের প্রশ্নটা বড় নয়। জুন মাসে প্রদেয় মে মাসের বেতন থেকে চাঁদা কাটলে কমিটি পুনর্গঠন ও নীতিমালা প্রণয়নের পর্যাপ্ত সময়ও পাওয়া যাবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।